International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-IV, July 2024, Page No.56-62
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
10.29032/ijhsss.vol.10.issue.04W.007

গান্ধীজীর শিক্ষা দর্শন

মো: সামিউল ইসলাম খাঁন
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ,শিশুরাম দাস কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ভারত

Abstract:
Mahatma Gandhi was a man of remarkable political genius in the modern world. He devoted his entire life to the complete development of the moral, economic, social and spiritual life of the people of India. The two ideals of his life were truth and non-violence. For Gandhiji, God was the only truth and non-violence was a way of life. By and large that is a completely positive plan. His dream society was classless, non-exploitative, non-violent and decentralized. Gandhiji's aim of education is to make education self-reliant and self-reliant, which will help the individual to become self-reliant. Gandhiji called this education basic education. Gandhiji's philosophy of education can be seen to be a combination of these three doctrines of idealism, naturalism and pragmatism. It can be observed that Gandhiji's educational philosophy has been developed by combining these three doctrines.
Keyword: Mahatma Gandhi, Spiritual, Basic education, Truth, non-violence, Idealism, naturalism, pragmatism.

গান্ধীজী মূলত রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তিনি এমন একটি বিশেষ সময়ে ভারতবাসীর জীবনে দেখা দেন যখন শোচনীয় রাজনৈতিক বিপর্যয়ে ভারতবাসীর স্বাভাবিক জীবন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ফল রূপে দেখা দিয়েছিল – সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক অবনতি। দীর্ঘদিন ধরে বিদেশি শাসনে উৎপীড়িত ভারতবাসী তার পুরাতন শিক্ষাদীক্ষা, গৌরব ঐতিহ্য সব হারিয়েছিল। দেশবাসীকে এই আসন্ন রাজনৈতিক বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করার নিয়ত সংগ্রাম গান্ধীজীর জীবনের প্রতিটি ক্ষণই ব্যাপৃত ছিল।

কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের প্রস্তুতির প্রথম সোপান হলো শিক্ষার বিস্তার।ব্রিটিশ শাসকদের অবহেলা,পরিকল্পনার অভাব প্রভৃতি কারণে ভারতবর্ষের শিক্ষা মানের বিশেষ অবনতি ঘটেছিল। ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসনযন্ত্র কে সচল রাখার জন্য যতটুকু শিক্ষার প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবস্থা করেছিল। তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে চুঁইয়ে য়ে পড়া নীতি অনুসরণ করেছিল।ফলে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত। গান্ধীজী দেখলেন ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির সঙ্গে জনশিক্ষার প্রয়োজন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই কারণেই গান্ধীজি তাঁর রাজনৈতিক কর্মসূচির অঙ্গরূপে শিক্ষা সমস্যার সমাধানের কাজটি গ্রহণ করেছিলেন।

গান্ধীজীর শিক্ষা দর্শন তার জীবন দর্শনের গতিশীল দিক। গান্ধীজীর জীবন দর্শন গড়ে উঠেছিল অধ্যাত্মবাদ কে (Spiritual) কেন্দ্র করে। তাঁর অধ্যাত্মবাদ এর ভিত্তি ছিল সত্য ও অহিংসা।সত্য বলতে কোন বিশেষ তথ্য বা জ্ঞান কে বোঝায় না।সত্য নিছক জানার বস্তু নয়,সত্য হলো সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করার এবং প্রতিটি চিন্তা এবং আচরণের মধ্যে তাকে প্রতিফলিত করার বিষয়ে।তাঁর কাছে ইশ্বরই হলেন একমাত্র সত্য।ঈশ্বরের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সত্যের মাধ্যমে।আর এই সত্য অনুসন্ধানের উপায় হলো অহিংসা।অহিংসার সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের মূল আদর্শ। অহিংসা তাঁর কাছে নিছক হিংসার অভাব নয় – কোনো নেতিবাচক ধারণা নয়, অহিংসা পরিকল্পনা অনেক ব্যাপকও গভীর।অহিংসা একটি জীবনাদর্শের ব্যাপকরীতি,এক সম্পূর্ণ অস্তিবাচক পরিকল্পনা।এই নীতি মানুষের সমগ্র চিন্তা ও আচরণকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করে উন্নত গঠনমূলক জীবন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

গান্ধীজীর শিক্ষা দর্শন ও এই সত্য এবং অহিংসার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।নিছক জ্ঞান ও তত্ত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীর মনকে ভরিয়ে দেওয়াই শিক্ষা নয়।প্রকৃত শিক্ষা হলো শিশুর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন যাতে সে তার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে এবং জীবনের প্রতিটি কাজে ও চিন্তায় সত্যের বাস্তব রূপ কে প্রতিফলিত করতে পারে। সেই প্রসঙ্গে গান্ধীজী শিক্ষার সংজ্ঞায় বলেন— By education, I mean an all-round drawing out of the best in the child and man— Body,Mind and Spirit.অর্থাৎ শিক্ষা হলো শিশু ও ব্যক্তির দেহ,মন ও আত্মার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ।তাঁর মতে শিক্ষা কেবলমাত্র বুদ্ধি বা শরীর অথবা আত্মার বিকাশ নয়,এই তিনটির সমবিকাশই হল শিক্ষা। বুদ্ধি, শরীর ও হৃদয়ের যথার্থ বিকাশের মাধ্যমে স্বপ্নের সমাজ গড়ে উঠলে তবেই সত্য ও অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হবে।বস্তুতপক্ষে গান্ধীজীর শিক্ষা দর্শন তাঁর জীবনদর্শন থেকে কোন পৃথক ধারণা নয়।তাঁর শিক্ষা দর্শনের দিকগুলি হলো সত্য ও অহিংসা।সত্য এবং অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন হবে। গান্ধীজীর কাছে শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তিকে পার্থিব জগতের জন্য প্রস্তুত করা নয়, তার আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশই হলো শিক্ষার চরম লক্ষ্য।তবে শিক্ষার আদর্শগত উদ্দেশ্যের কথা বললেও বাস্তব জগৎ সম্বন্ধেও তিনি বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। বাস্তব জগতের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে যে সকল বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, সেগুলো হল—

১)শিক্ষার্থীকে কায়িক শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করা,
২) অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।
৩) ঈশ্বরকে লাভ করার পন্থা হিসেবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মোপলব্ধি বোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করা।
৪) আত্মবিশ্বাস,সংযম এবং মানব সেবার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীকে সুচরিত্র গঠনে সহায়তা করা।
৫)শিক্ষার্থীকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

তবে গান্ধীজী আধ্যাত্মিক চেতনাবোধের উন্মোচনকেই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন।বস্তুতপক্ষে তাঁর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো চরিত্র গঠন, হৃদয়ের সুচিতা, আধ্যাত্মিক চেতনাবোধ এবং পার্থিব জগতের উপযোগী প্রস্তুতি গ্রহণ। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপায় হিসাবে তিনি বুনিয়াদি শিক্ষার (Basic education)কথা বলেন।

মহাত্মা গান্ধীর মতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেহ,মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ।গান্ধীজী তৎকালীন ভারতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হয়ে উঠবে স্বনির্ভর।তিনি শিক্ষাকে উৎপাদনধর্মী ও সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়ে ছিলেন।গান্ধীজীর শিক্ষা সম্পর্কে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল যখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন।টলস্টয়ের সান্নিধ্যে তাঁর এই প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল।তিনি তাঁর প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছিলেন_–"Tolstoy Farm"।এখান থেকেই তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণা বুনিয়াদি শিক্ষার সৃষ্টি।

গান্ধীজীর চিন্তায় পূর্ণ প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থায়।তিনি ছিলেন সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং সংস্কারক।তিনি চেয়েছিলেন শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলতে।অহিংসা,সততা,সুবিচার এবং সমতার নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।তিনি মনে করতেন প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পুঁথিগত এবং তার মাধ্যমে আত্মবিকাশের সুযোগ নেই।শিক্ষার ক্ষেত্রে অপচয় এবং ইংরাজি শিক্ষার অত্যধিক প্রভাব ও শিক্ষায় উৎপাদনশীলতার অভাব গান্ধীজিকে বিশেষ ভাবে আঘাত করেছিল।এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি ১৯৩৭ সালে'Wardha'পরিকল্পনায় তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে প্রকাশ করেন।এই শিক্ষা চিন্তা নঈ তালিম বা বুনিয়াদি শিক্ষা নামে পরিচিত।

গান্ধীজী মনে করতেন গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা পুঁথিগত ও তাত্ত্বিক শিক্ষার দ্বারা ভারাক্রান্ত হবে।অন্তরের চাহিদা বা ইচ্ছা ব্যতিত যান্ত্রিকভাবে তারা কিছু বিষয়ে শিক্ষা লাভ করত।শিক্ষাকে যদিআমরা নিরবচ্ছিন্ন সংগতিবিধান ও বিকাশের প্রক্রিয়া বলে মনে করে থাকি,তাহলে বাইরে থেকে আরোপিত শিক্ষা সঠিক নয়।শিক্ষাই হবে জীবন এবং জীবনই হবে শিক্ষা।

আমরা জানি শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় হয়ে থাকে এবং গৃহপরিবেশ থেকে বিদ্যালয় আসে।শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় গঠনমূলক মনোভাব তৈরি হয়ে যায়।সৃজনশীল কল্পনা এবং গঠনমূলক মনোভাব তাদের উৎপাদনমূলক কাজে আগ্রহী করে তোলে।গান্ধীজী তার নূতন শিক্ষা – পরিকল্পনায় এই দিকটিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয়তা এবং শিল্পভিত্তিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের কথা বলেছেন।জ্ঞানকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে ব্যবহার করার উপরও তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

গান্ধীজী মনে করতেন শিক্ষা জগতের সঙ্গে কর্মজগতের সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে উভয় এর মধ্যকার প্রাচীর কে ভাঙতে হবে।এর জন্য শিক্ষার্থীকে উৎপাদন মূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহ দিতে হবে।অর্থনৈতিক দিক থেকে চিন্তা করলে এটি উৎপাদনক্ষমতা বাড়াবে এবং তাদেরকে স্বনির্ভর করতে সাহায্য করবে।এর মধ্য দিয়ে তাদের মূল্যবোধ গড়ে উঠবে এবং আত্ম-উন্নয়ন হবে।শিক্ষা সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হবে।এই পরিকল্পনা বিদ্যালয়কে একটি ব্যবহারিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবে।কমিউনিটি ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয় হবে।অর্থনৈতিক উৎপাদনে সক্ষম ব্যক্তিদের সরবরাহে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।এই ভাবে বিদ্যালয় ও বাস্তব জীবনের দূরত্ব দূর হবে।

গান্ধীজী তার শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন তৎকালীন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। গান্ধীজির শিক্ষা – পরিকল্পনা বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা নামে পরিচিত। বুনিয়াদি শিক্ষার চারটি স্তর হল—

প্রাক্ – বুনিয়াদি: এই স্তরে 7 বছরের থেকে কম বয়সি শিশুরা শিক্ষা লাভ করবে।

বুনিয়াদী:এই স্তরে 7 থেকে 14 বছর বয়সি শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভ করবে।

উত্তর বুনিয়াদী:এই স্তরে 14 বছরের চেয়ে বেশি বয়সি শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করবে।

প্রাপ্তবয়স্ক: এই স্তরে প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করবে।

গান্ধীজীর শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। শিক্ষা এমন হবে যা জাতির জীবনের বুনিয়াদ বা ভিত্তি রচনা করবে এবং ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করবে।এই শিক্ষার মূল কথা হলো কাজের ভিতর দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করা এবং কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ গঠনে সাহায্য করা।এই শিক্ষা বস্তুতপক্ষে জীবনের জন্য শিক্ষা এবং জীবনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা।এইরূপ শিক্ষার মধ্য দিয়ে গান্ধীজী শোষনহীন, শ্রেণীহীন ও অহিংসা সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন এবং এরূপ সমাজ হবে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের এবং সমগ্র শিক্ষার সাথে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে জীবনের যে বুনিয়াদ গঠিত হবে, তাই হল গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা (Basic education)।

শিক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা গুলি মনস্তাত্ত্বিক,সমাজতাত্ত্বিক এবং অর্থনৈতিক নীতি গুলি অধ্যায়নের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যা আধুনিক যুগে খুবই দরকারি।শিক্ষার বিষয়ে গান্ধীজীর ধারণা শুধুমাত্র শিক্ষার নতুন পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণ করে না বরং এটি একটি নতুন জীবনধারা ও নির্দেশ করে।এই ধরনের ভিত্তির উপর ভিত্তি করে গান্ধীর শিক্ষা পরিকল্পনা অবশ্যই প্রগতিশীল এবং গতিশীল।গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যক্তি জীবনের সাথে জড়িত।এটি আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ধারণা,এটি আর্থসামাজিক কাঠামোর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যা দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় চিন্তাভাবনা। তিনি বলেন শিশু শিক্ষার উপযুক্ত হওয়ার চেয়ে,শিক্ষা শিশুর জন্য উপযুক্ত হওয়া উচিত। এটি একটি শিক্ষামূলক ধারণা। এই নীতি গুলির বারবার দাবি করা সত্ত্বেও ভারতের ক্ষেত্রেএটি শুধুমাত্র বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যমে অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছে।আজকাল আধুনিক ভারতে স্কুল এবং স্থানীয় কমিউনিটির মধ্যে যোগাযোগ হ্রাস পাচ্ছে তাই গান্ধীর ধারণা স্কুল এবং স্থানীয় কমিউনিটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক।গান্ধীজীর চিন্তাধারা শিশু তার নিজস্ব গতিতে কাজ করে এবং সে তার নিজস্ব পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।আধুনিক যুগে শিশুদের কৌতুহল গান্ধীর শিক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে পরিপূর্ণ হয় কাজ করে শেখা,পারস্পরিক সম্পর্ক,পরীক্ষা পদ্ধতি এবং কাজের অভিজ্ঞতা।বুনিয়াদি শিক্ষায় শিক্ষককে প্রচলিত শিক্ষক এর চেয়ে বেশি সক্রিয় হতে হবে। বুনিয়াদি শিক্ষার সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো পারস্পরিক সম্পর্কের মেলবন্ধন ঘটানো।বুনিয়াদি শিক্ষা আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেয় আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ধারণা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত।বুনিয়াদি শিক্ষা হলো প্রকৃতিবাদ, প্রয়োগবাদ এবং ভাববাদের সমন্বয়ে গঠিত এক আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। তিনি স্বীকার করেন যে,শৃঙ্খলা এবং প্রশিক্ষণ অবশ্যই হতে হবে যদি তারা তাদের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে বিকাশ করতে চায়।গান্ধীজী আত্মোপলব্ধির চূড়ান্ত সত্য অর্জনের জন্য সত্য, অহিংসা এবং নৈতিক মূল্যবোধের আদর্শের পক্ষে ছিলেন। বর্তমান সময়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চরিত্র ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য এই সব মূল্যবোধগুলো গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে গান্ধীর কাছে শিক্ষার অর্থ ছিল ব্যক্তিগত শুদ্ধতা এবং নিঃস্বার্থ সেবার উপর ভিত্তি করে একটি নতুন আদর্শে শিশুদের অনুপ্রাণিত করা যার ফলে সত্য ভালবাসার উপর ভিত্তি করে একটি সমাজ তৈরি করা।

গান্ধীজী দরিদ্র, নিরক্ষরতা, পশ্চাৎপদতা, হতাশা এবং ভারতীয় জনসাধারণের অধঃপতনের প্রেক্ষাপটেই বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন, যার ফলে ঐতিহ্যগত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিঘ্ন ঘটেছে এবং ক্ষুদ্র আকারের কুটির শিল্পের ধ্বংস হয়েছে। গ্রামীণ – শহরে বিভাজন দূর করতে এবং ভারতীয় সমাজে প্রচুর পরিমাণে কাঠামোগত আর্থসামাজিক ভারসাম্যহীনতা দূর করার জন্য গান্ধীজীর পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য উপাদান ছিল বুনিয়াদি শিক্ষা।

গান্ধীজীর চেয়েছিলেন' বুনিয়াদি শিক্ষা 7 থেকে 14 বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।গান্ধীজী বলেন আমি জ্ঞানের জন্য, ভারতবাসীর জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নীতিতে বিশ্বাসী এবং এই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তিনি মাতৃভাষার উপর জোর দিয়েছিলেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে পাঠক্রম ভালো করে বোঝার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের প্রতি আরো ও ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় ঘটবে। শিশুর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় বিকাশে মাতৃভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাতৃভাষায় মজবুত ভিত্তির অধিকারী শিশুরা পাঠক্রমে গভীর বোধগম্যতা অর্জন করতে পারবে। তিনি বলেন আমি এটাও মনে করি যে, শিশুদের একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা শেখানোর দরকার এবং সেই শিক্ষা হিসেবে তিনি হস্তশিল্প -হাতের কাজের উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন যা ভারতবাসী তৎকালীন পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভারতবাসীকে হাতের কাজে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। কারণ সকল ভারতবাসীকে শিক্ষিত করা এবং তাদের সরকারি চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং হাতের কাজের শিক্ষা সকল নাগরিককে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে। ফলে তারা স্বাবলম্বী হবে। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে হস্তশিল্পের মাধ্যমেই মন ও আত্মার সর্বোচ্চ বিকাশ সম্ভব। তিনি বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাবলম্বী ও উৎপাদনশীল মুখী করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজীর মতে শিক্ষার সাবলম্বী দিক গণশিক্ষার আর্থিক সংকটের দাবি করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সুশিক্ষক শিশুকে শ্রমের প্রতি মর্যাদা শেখাবেন এবং শিশুরা সেই শিক্ষা গ্রহণ করে অহিংসার মাধ্যমে সমাজে রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষাকে অবশ্যই সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে।

দর্শন এক অখণ্ড ও সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত ও সুসংহত জ্ঞান দান করে থাকে। আর দার্শনিকের কাজই হলো জগৎ জীবন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। বিশ্ব দর্শনের ইতিহাসে এ যাবৎ অসংখ্য দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তারা নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন মতবাদ ও তত্ত্ব ব্যক্ত করেছেন। যেমন ভাববাদ, প্রকৃতিবাদ,বস্তুবাদ, প্রয়োগবাদ প্রভৃতি।এখন প্রশ্ন হলো গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শনকে (Philosophy of education) দর্শনের একটি মতবাদের মধ্যে, নাকি একাধিক মতবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়?উত্তরে আমরা বলতে পারি গান্ধীজীর শিক্ষা দর্শন দর্শনের একাধিক মতবাদের সমন্বিত রূপ।তাঁর শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য – ভাববাদী,গঠন – প্রকৃতিবাদী এবং পদ্ধতি বা কার্যক্রম – প্রয়োগবাদী।এই তিনটি মতবাদের সমন্বয়ে গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শন গড়ে উঠেছে।

ভাববাদীদের মতে,প্রত্যক্ষ জগতের মূলে একটি আধ্যাত্মিক সত্তা আছে এবং সেই সত্তাই প্রকৃত সত্য, চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর। আমাদের চারপাশের জড় বস্তুর জগতটি আসলে অস্থায়ী,পরিবর্তনশীল এবং সেজন্য তা বাস্তবতার দাবী করতে পারে না।তাদের মতে, মানুষের মধ্যে যে আত্মার বাস সে আত্মা হলো ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অংশবিশেষ।তবে মানুষ কিন্তু তার খণ্ডিত অস্তিত্বের জন্য সেই বিশ্বব্যাপী মহান পরমাত্মার সঙ্গে তার অভিন্নতা উপলব্ধি করতে পারে না।সেই কারণে জীবনের লক্ষ্য হলো সেই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বা

পরমাত্মার সঙ্গে ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ সত্তা বা আত্মার অভিন্নতা উপলব্ধি করা। একইভাবে গান্ধীজীর ও শিক্ষা দর্শনের চরম লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বর লাভ।গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন এই বিশ্বের পরিচালক হলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।ঈশ্বরই হলেন একমাত্র সত্য।মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো ঈশ্বর লাভ।ঈশ্বর লাভ করতে পারলেই সত্যে উপনীত হয়ে যাবে সত্যে উপনীত হওয়া যাবে।কাজেই গান্ধীজীর শিক্ষা দর্শনের ভাববাদের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

আবার গান্ধীজীর শিক্ষা দর্শনে প্রয়োগবাদের ভাবধারা ও লক্ষ্য করা যায়।গান্ধীজীর মতে শিক্ষা হবে বাস্তবসম্মত এবং শিক্ষার মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক বা বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ঘটবে।তাঁর কাছে শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র তথ্য আহরণ করা নয়।সত্যিকারের শিক্ষা অর্জিত হয় সৃজনমূলক কাজের মাধ্যমে।ব্যক্তির সামাজিক চেতনাবোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশ পায় প্রত্যক্ষভাবে কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে।এই কারণেই তিনি বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলেন।বুনিয়াদি শিক্ষা হলো এমন শিক্ষা যা জাতির জীবনের বুনিয়াদ বা ভিত্তি রচনা করবে এবং ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করবে।এই শিক্ষা বস্তুতপক্ষে জীবনের জন্য শিক্ষা এবং জীবনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা। সুতরাং গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শনে প্রয়োগবাদের ভাবধারা ও লক্ষ্য করা যায়।

আবার গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শনে প্রকৃতিবাদের ভাবধারা ও লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ ঘটে প্রকৃতির কোলে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই।নিয়ন্ত্রণ বা অনুশাসনই শিক্ষার্থীর বিকাশের অন্তরায়।এই কারণেই প্রকৃতিবাদীরা বলেন স্বশাসন বা স্বাধীনতাই সার্বিক বিকাশের মাধ্যম।গান্ধীজি ও স্বশাসন বা স্বাধীনতার কথা বলেছেন।তাঁর মতে শিশুর সার্বিক বিকাশ ঘটে স্বশাসনের মধ্য দিয়ে।এই কারণে তিনি ইংরেজি ভাষার বিরোধী ছিলেন।তাঁর মতে মাতৃভাষায় যেভাবে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করা যাবে সেই ভাবে বিদেশি ভাষায় বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করা যায় না। কাজেই গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শনে প্রকৃতিবাদের প্রকৃতিবাদ এর ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়।

আসলে গান্ধীজীর জীবনদর্শন আর শিক্ষাদর্শন – একই সূত্রে গাঁথা।শিক্ষাদর্শন হলো গান্ধীজীর জীবনদর্শনেরই গতিশীল দিক।গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শনকে কেবলমাত্র ভাববাদ বা প্রকৃতিবাদ বা প্রয়োগবাদ বলা যায় না।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যেভাবে ভাববাদ এবং প্রয়োগবাদের সমষ্টিরূপে সমন্বয়বাদী দার্শনিক বলা হয়ে থাকে ঠিক সেইরকম গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শন প্রসঙ্গে ভাববাদ,প্রকৃতিবাদ এবং প্রয়োগবাদের সমষ্টিরূপে সমন্বয়বাদী দার্শনিক বললে মনে হয় ভুল হবে না।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

1) ভট্টাচার্য,সুজিত কুমার,মহাত্মা গান্ধী, কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক, ২০১১
2) ঘোষ,গোবিন্দ চরণ,সমকালীন ভারতীয় দর্শন,কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২০
3) মুন্সি,অধ্যাপক সুপ্রিয়,শিক্ষা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী,ব্যারাকপুর: গান্ধী স্মারক সংগ্রহশালা।
4) চক্রবর্তী,নির্মাল্য নারায়ন,(সম্পাদিত)বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় দর্শনচর্চা, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,২০২০
5) বন্দ্যোপাধ্যায়,ড. নিখিলেশ,বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দর্শন,কলকাতা: সদেশ,২০০৫
6) মজুমদার,ধীরেন্দ্র নাথ,নঈ তালিম,কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ,

7) Lal,Basant Kumar.Contemporary Indian philosophy,Delhi: Motilal Banarsidass Publishers private limited, 1973.
8) Bose,Nirmal Kumar.Selections from Gandhi,Ahmedabad:Navajivan Publishing House,1948
9) Gandhi,Mohandas K.The story of my Experiments with truth,Trans.Mahadev Desai,Ahmedabad:Navajivan Publishing House,1927
10) Mishra,AnilDutta.Mahatma Gandhi On Education,New Delhi:Vikas Publishing,2015
11) Gandhi,Mohandas K.Basic education,Ahmedabad:Navajivan Publishing House,1951
12) Bose,Nirmal Kumar.Studies in gandhism,Ahmedabad:Navajivan Publishing House,1972
13) Mukalel, Joseph C. Gandhian education, New Delhi:Discovery Publishing House,1997
14) Gandhi,Mohandas.K. My views on education,Mumbai: Bharatiya Vidya Bhawan,1998
15) Shukla, Ramakant,Gandhian Philosophy of education,Jaipur:Sublime publications,2002
16) Mishra,Anil Dutta.Inspiring thoughts of Mahatma Gandhi: Gandhi in daily life,New Delhi, Concept Publishing Company,2008
17) Gaikwad S.R.Mahatma Gandhi(educational and sociological perspectives), Delhi:Pacific publication,2011
18) Verma,Rajesh. Educational vision of Mahatma Gandhi,Jaipur:ABD Publishers,2010